দৈনিক সংবাদ

96

তারিখ ... SEP. 2 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণ ব্যবসা

গত কয়েকদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-অছাত্র ক্যাডাররা অন্তত দুটি অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে
এবং মুক্তিপণ আদায় করেছে অপহৃত তিনজনের অভিভাবকদের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল
অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায়ের ঘাঁটি হিসেবে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।
প্রায়ই দাবি করা হয়ে থাকে হলে কোন সন্ত্রাসী নেই; কিন্তু বিভিন্ন ঘটনায় এর কোন সত্যতা পাওয়া
কঠিন। একথা ঠিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীত আমলের তুলনায় খুনোখুনি-হানাহানি নেই বললেই চলে।
কিন্তু ইদানীং পরিস্থিতির অবনতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক অপহরণের দুটি ঘটনার একটি
ঘটিয়েছে মুহসীন হলে অবস্থানকারী বহিরাগত সন্ত্রাসীরা, আরেকটি ঘটিয়েছে জহুরুল হক হলে
অবস্থানকারী সন্ত্রাসীরা। প্রথম ক্ষেত্রে হলের ছাত্রলীগের কোন কোন নেতা পালন করেছে সহযোগী
ভূমিকা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের ক্যাডাররাই নাকি ছিল অপহরণকারী। প্রথম ঘটনাটির পর বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃপক্ষ একটু নড়াচড়া করেছেন, তদন্ত কমিটি করেছেন, পুলিশ দিয়ে হলে ব্যর্থ তল্লাশি করিয়েছেন এবং
সন্ত্রাসীদের রুম হিসেবে কুখ্যাত হলের কয়েকটি রুমও সিল করে দিয়েছে। কিন্তু কোন সন্ত্রাসী ধরা
পড়েনি। অপহরণকারীদেরও চিহ্নিত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। অথচ হলে অবস্থানকারী বহিরাগত
সন্ত্রাসীরা নাকি পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষের সামনেই ঘোরাফেরা করছে। সন্ত্রাসীদের সহযোগী হলের ছাত্রলীগ
ক্যাডারদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তদন্ত কমিটি গঠন পর্যন্তই সার এবং কোন ফলো-
আপের খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে দ্বিতীয় অপহরণের ঘটনাটি; যার
শিকার এক স্কুল ছাত্র। ক্যাম্পাস সূত্রের উল্লেখ করে একটি দৈনিকে লেখা হয়েছে এই ঘটনায় শরিয়তপুর
এলাকার এক ইউপি চেয়ারম্যান নেতৃত্ব দিয়েছেন। চেয়ারম্যান হওয়ার আগে তিনি ছাত্রলীগের ক্যাডার
হিসেবে বিভিন্ন হল দখলে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গত পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
বন্ধ করতে পারেননি এই অপরাধ। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ ছিল ক্যাডারদের অপহরণ তৎপরতা।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপহরণকারী ক্যাডার আর সন্ত্রাসীদের দমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই সন্ত্রাসীরা
বারবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে তাদের অপরাধ সংগঠনের নিরাপদ এলাকা হিসেবে ব্যবহার করার
সুযোগ পাচ্ছে। ঘটনা ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ব্যস,
দায়িত্ব শেষ। তারপর আস্তে আস্তে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়, মানুষও ভুলে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তদন্ত
কমিটির রিপোর্টও পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

ঢাকা ভার্সিটির উপাচার্য এবার দেখা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজিসহ ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তাদের সঙ্গে, আলোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী
সূর্যসেন হল থেকে অপহরণের সহায়ক হিসেবে মোবাইল মহসীন নামে এক ছাত্রলীগ ক্যাডারকে গ্রেফতার
করা হয়েছে। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবুও মন্দের ভালো একজন গ্রেফতার হলো তো!
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার পেছনে দৌড়ান। এভাবে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না।
অপহরণের ব্যবসাও বন্ধ করা যাবে না। অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায়ের আখড়ায় পরিণত হবে ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সন্ত্রাসীশূন্য' হলগুলো।